ভালো পাহাড়

৪

ডাঙরজুড়ি বান্দোয়ান
পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ

As I See It

After conducting a successful AGM last year and looking at the promises overfulfilled I rejoice much to the focussed sincerety of our executive committee members and member volunteers who have delivered more than good. It was not due to the promises to keep alone, there was this feeling for the society being one's own family and the urge of seeing it float through all odds and usher into a new glory.

In a small time once I thought that there are two kinds of successful people in the world. The bigger group consists of the executives who are virtual workers. They choose a leader and a team, each one of which is an expert and ambitious careerist. They know the work, plan, do PERT + CPM, cost, budget, compromises and time frame. Most of the successful works made ever worldover are due to these people. The time gap between percieving point and utility point reduces the entire endeavour into a mere work done. There are other set of people who dreams ahead and follow it everyday working along and create the worldings. Their world never stops rolling. Looking at the creation of so-concieved gods people marvel and try to understand the alchemy and enjoy the unforbidden fruit. Enjoying creations by progressive moments at work to my mind is the best of mental and physical functions we donate for the use of the society. This second kind of activity is well understood by our Bhalopahar Society and enjoyed by all.

We wanted to make and run a school that came into being starting from a scratch. It did not wait for funds, buildings, programmes, syllabi and permission. It just waited for a go. And the time came. The hearts said – go. And the school is there. With the children of poverty-striken, illiterate working class of villagers our teachers are full of joy with enthusiasm. It is like shaping wet clay-mass slowly into good educated citizen who will grow with belongingness to Bhalopahar. The school will grow on I can see.

Bhalopahar belongs to the people, With their love and donations, members non-members alike, Bhalopahar grew. We believe in growth of mankind. It never dies.

I congratulate all members for their goodwills and participation in yesteryears.

Barin Ghasal
President, Bhalopahar
01.09.04

Space Donated By

LONG LIVE BHALOPAHA

MR. PRADEEP BANERJEE (NEW DELHI)

যাঁরা লিখেছেন

তথ্য

As I See It : Barin Ghosal 5
আমাদের কথা : কমল চক্রবর্তী ৬
গাছপালা ইতিবৃত্ত : বৃক্ষ ১০
পাখপাখালি : ছোট সেলিম ১২
কিছু স্বীকারোক্তি : পূর্ণেন্দু মিত্র ১৪
ব্যতিক্রম : শ্রী শিবপদ তন্তুবায় ১৬
গত বছরের অনুষ্ঠানমালা ২০
সুলভ চিকিৎসাকেন্দ্র ২১

বিভিন্ন গদ্য

গাছেদের মন : শেখর বসু মল্লিক ৮
গাছগাছালি : দেবজ্যোতি দত্ত ১৮
ভাবনা ঝ'রে পড়ে ২১
গরু family : তহমিনা চাটার্জী (সপ্তম শ্রেণী) ২৩
তবু অনন্ত জাগে : স্বপন মাইতি ২৫
মায়ায় ছায়ায় : অশোককুমার কুণ্ডু ২৬
গাছের সাথে আলাপ পরিচয় : ডা. আশীষ কুণ্ডু ৩০
Yellow Mountain-Nature's Marvel : Rana Barua 37
Trip to Bhalopahar : Dr. Anil Kumar Dutta 38
Address by Subroto Bagchi 40
দম্ভভরা কাগজগুলো করিয়া দাও দূর : অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী ৪৩ ৪৩

মিডিয়া

ভালোবাসার ভালোপাহাড় : সূর্য ঘোষ ২৭
শরতে বনবাসরে : জগন্নাথ ঘোষ ২৯
ভালো পাহাড়ে শুরু ৩ দিনের ভুবন মেলা ৩০ ৩০

কবিতা

দীধিতি বিশ্বাস ৯
বলরাম দত্ত'র কবিতা ১১
অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ৩১
ব্রত চক্রবর্তী (অষ্টম শ্রেণী, পাঠভবন) ৩১
ঈশ্বর ত্রিপাঠী ৩১
ধীমান চক্রবর্তী ৩২
বিজন সেন ৩৩
শিবপদ তন্তুবায় ৩৩
অসীম মৈত্র ৩৩
Sujit Mukherjee 33
রামকিশোর ভট্টাচার্য ৩৪
শান্তি সিংহ ৩৪
প্রবীর কর ৩৪
পশুপতি ভদ্র ৩৪
অলোক বিশ্বাস ৩৫

অতিথিবচন

মানবজমিন ১ ৪৯
মানবজমিন ২ ৫২

চিঠিপত্র

অবাক চিঠি: অরিন্দম, রত্না মিত্র ১৩
অরূপ রায়-এর চিঠি ও কবিতা ১৯
প্রবাসীর মায়া ২৩
মাধুকরী ২৪
ডা. শ্রীসনৎকুমার মিত্র-এর চিঠি ৩৬
সুখেন্দু বসু-র চিঠি ৩৬
e-mail from : Subhankar Patra 36

সদস্য বিষয়ক

List of Members 55

আমাদের কথা

কমল চক্রবর্তী

যে-দুটি দিন, পৃথিবী চিহ্নিত, ৫ই জুলাই ও ৮ই সেপ্টেম্বর, বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস,
মনে রাখা ভালো, আমরা ১০০% নিবেদিত। হ্যাঁ।

যেসব কথা আমাদের A.G.M.-এ হয়েছিল, আমরা তার অনেকটাই রাখতে চেষ্টা করেছি।

১. ক্যাম্পাসের পেছনের টালির ঘর তিনটি ভেঙে, চারটি অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম এবং পাকা ছাদ করা গেল।

২. স্কুলবাড়ির শিলান্যাস গত ১ লা সেপ্টেম্বর হলেও আমরা ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভিত করতে পারি।

৩. চাষ: ধান, লাল স্বর্ণ হয়েছে, ৬৩ মন। তিসি ৬ কিলো। খোসলা (লাল তিল) ২৪ কিলো। এছাড়া গতবছর বরবটি, সিম, বেগুন, টমেটো আমাদের রান্নাঘরের বাগানে হয়।

৪. কিছু সেগুন, বাবলা, আমলকি, মহুয়া, শিমুল লাগানো হয়।

৫. আমরা আমাদের আস্ত অরণ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিষ্কার করে সুন্দর পার্ক গড়ার চেষ্টা করছি।

৬. অরণ্যে মাঝে মাঝে আমরা রাস্তা করতে পেরেছি। যদিও রাস্তা আরও করতে হবে।

৭. মেলা: ৩০/৩১ আগস্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর — অন্যান্য বছরের মতো সংস্থার জন্মদিন বিপুল আনন্দে ওদিন ফুটবল, ৩২টি দল। ১ কুইন্টাল চাল, ১ কুইন্টাল ডাল (মুগ/মুসুর) ২ কুইন্টাল, খিচুড়ি। শ্রীলেদার্স, সুরেশ দে স্মৃতি কাপ।

৩০/৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি — ভুবনমেলা। যাত্রা গান নাচ ছো আদিবাসী ড্রামা।

২৬ জানুয়ারি ১ দিনের ক্রিকেট, ৪টি দলে, প্রথম বছর নেতাজী সুভাষ ওয়ান-ডে ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়।

আমাদের চারটি লক্ষ্য
অ্যাফরেস্টেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ফোক-কালচার

পলাশমেলা, ৮ মার্চ পূর্ণচাঁদে গান, কবিতাপাঠের আনন্দে, মধ্যরাত অবধি।

১৪/১৫ আগস্ট — কবিতা ক্যাম্প। কলকাতা, জামশেদপুর ও অন্যান্য প্রান্ত থেকে কবিরা আসেন।

স্বাধীনতা দিবসে ছোটদের 'বসে আঁকো' এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। স্থানীয় শিশু কিশোর-কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে।

আমরা আরও কিছু অনুষ্ঠান ও মেলার কথা ভেবেছি, কিন্তু সময় লাগবে।

৮. সুলভ চিকিৎসালয়: গত বছরে তিনবার এসেছেন ডা. চঞ্চলা সমাজদার ও ডা. আশিষ কুণ্ডু। আমরা ১০ টাকা রুগিদের থেকে নিয়েছি। কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করেছি। ওষুধের যোগান দিয়েছেন অনিরুদ্ধ ব্যানার্জী, চঞ্চল ব্যানার্জী, দেবনারায়ণ রায়, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কেউ কেউ।

৯. গত আর্থিক বছরে আমরা ৬ জন সদস্য পেয়েছি। তিন জন কলকাতার, তিন জন জামশেদপুরের। মানুষের মধ্যে উৎসাহ লক্ষণীয়।

১০. ভালোপাহাড়, ডাঙরজুড়ি থেকে রাস্তা ধরে গেলে ৩ কিমি. দূরে ধাদকার ১৫০ বিঘের ঝিলের (ঝিমতাল) ধারে প্রায় ৮ একর জমি, ২০,০০০ নানা প্রজাতির বৃক্ষসমেত আমরা বায়না করেছি।

১১. 'সোলেস' কলকাতার একটি সমাজসেবী সংস্থা। তাঁরা এসেছিলেন বয়স্ক মানুষদের জন্য কাজ ও বাসস্থানের ব্যবস্থায়। আমরা রাজি। আমরা চাই, বয়স্ক, যাঁরা ঠিক কাজ পাচ্ছেন না। আমাদের সঙ্গে কাজ করুন। এদেশে বা এ গ্রহে কাজের অভাব নেই। কাজের মানুষের অভাব। আর বৃদ্ধ বা বয়স্ক প্রায় একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অনেক মানুষের ক্যালেন্ডার বয়স হয়, কিন্তু হৃদয়ের বা শরীরের হয় না। তাঁরা কাজ করতে চান। কিন্তু সুযোগ সুবিধের অভাব। এই ব্যাপারটাও আমরা ভাবছি।

১২. গতবছর আমরা বিদ্যুৎ পেয়েছি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ঘরে ঘরে এখন বিজলী আলো। বলতে ইচ্ছে করে অন্ধকারে আলো জ্বলে ভালোপাহাড়। অবশ্য অনেক সময় আলো থাকে না বা আলোর তেজ একটু মিনমিনে। তবু জেনারেটরের আকাশ-কাঁপানো শব্দের হাত থেকে মুক্তি, কম কথা নয়।

গত বছর কাজের বছর যা ছিল তার অনেকটাই আমরা করার চেষ্টা করেছি। তবে যতটা সম্ভব। কারণ আজও যোগাযোগ, কাজের মানুষের অভাব, খানিকটা থেকেই যাচ্ছে।

আরও একটা আনন্দের ব্যাপার, দূর দূর গ্রামের ছেলেরা নিয়মিত বই নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেভাবে লাইব্রেরি করা উচিত, এখনও তা করতে পারিনি। র‍্যাক ও বই দুটি জিনিস প্রয়োজন, এবং আরও প্রয়োজন গুছিয়ে রাখা। ছেলেরা বয়স্করা বই নিয়ে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা সর্বদা বই ঠিকঠাক রাখে না। আরও একটু যত্নশীল হলে ভালো হত।

এবছরও গত কয়েক বছরের মতোই অনেক অতিথি এসেছেন। তাঁরা এসেছেন, খুশি হয়েছেন, অবাক হয়েছেন। আমাদের সহকর্মী চার জন (বাসু, রতন, শিবু, খাঁদু) তাদের যাবতীয় নিষ্ঠা, ভালোবাসা এবং শ্রম দিয়ে যত্ন করেছেন।

ভালোপাহাড় একটি টিম ওয়ার্ক। একটি সম্মিলিত উত্থান। একটি সুসভ্য, দার্শনিক সৃজন। ভালোপাহাড়, হাজার অনিয়ম, অসংগতি, অধোগতির মধ্যে মহানির্বাণ।

ভালোপাহাড়ের সবুজ-যুদ্ধ, সবুজ-পৃথিবী, সবুজ-নির্বাণ, দিগন্তবিস্তৃত ধূসর ধু ধু মরুর বিরুদ্ধে।

আমরা অনেক কিছু করে উঠতে পারিনি। কিন্তু পেরেছি কিছুটা। এটা তো সত্যি। দুরন্ত একটা সমস্যা। তবু সদস্যরা যেভাবে গত আট বছরে তাঁদের শ্রম, সাধ্য, নিবিড় ভালোবাসা দিয়ে সংস্থা গড়েছেন, তার তুল্য আর কী কিছু ইদানীং আমরা দেখেছি।

আরও একটি আনন্দের ব্যাপার। এখন পাশাপাশি গ্রামগুলিও বৃক্ষসচেতন হয়ে উঠেছেন। গাছ লাগাচ্ছেন, গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। গাছ ভালোবাসতে বদ্ধ পরিকর। ভালোপাহাড় একটি দর্শন, যে দর্শন গ্রামের জন্য জরুরি, যে দর্শন শহরের জন্য একান্ত। কারণ আমাদের বেঁচে থাকা, আমাদের প্রতিনিয়ত ক্ষয় ক্ষতিও তথাকথিত সংগঠিত অন্ধকারের বিরুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার, বৃক্ষ। বৃক্ষই পারে মানুষের হৃদয়ে, শান্তি, শ্রী ও সহানুভূতি। আমরা বৃক্ষের জন্য আরও একটু চিন্তা করতে পারি। আমাদের প্রাত্যহিকতায় খানিক বৃক্ষ বিষয়ক ভাবনা। কারণ বৃক্ষ যদি না বাঁচে, না থাকে, মানুষ?! আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম বৃক্ষ চিনুক, ভালোবাসুক, এ লক্ষ্য হওয়া উচিত। আলাদা করে একটি বিষয় থাকা দরকার যা বৃক্ষ বিষয়ক। বায়োলজি বা বটানি নয়। শুধু গাছ ও নন্দন। এ ভীষণ জরুরি। যেমন পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি বর্তমান তেমনি গাছের। প্রত্যেক ছাত্র যে কোনো গাছ চিনবে, কখন কি মাসে কেমন ফুল ফল, নাম-ধাম সব বলতে পারবে। এই বলাটা হবে বাস্তবোচিত, কোনো কাব্যিক বা স্বাপ্নিক নয়। হ্যাঁ, আমাদের স্কুলে। একটি বৃক্ষবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক, চতুর্থ শ্রেণী থেকে শুরু হোক। পরীক্ষা হোক, অনিবার্য। এ শুধু গাছ চেনা নয়। গাছ বাঁচানো নয়। বৃক্ষ ভালোবাসলে, শরীর মন সমাজ, দ্রুত অন্ধকার দিনগুলির দমবন্ধ যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠবে। পৃথিবীময় বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ, সন্ত্রাসবাদ, আগ্রাসন, ধ্বংসে ইত্যাদির একমাত্র স্থায়ী ও নিশ্চিত সমাধান — বৃক্ষ। এ কেবল সাহিত্য নয়, পরীক্ষিত সত্য। আসুন আমরা এক সুন্দর ও শুভ পৃথিবীর গোড়াপত্তন করি।

ভালোপাহাড়
৮/৯/০৪

Space Donated By

অনন্ত শুভেচ্ছা তোমাকে

ভালোপাহাড়

Dr. Swapna Mukherjee (Kolkata)

গাছেদের মন

শেখর বসু মল্লিক

বন্ধ ঘরে টবে দুটো গাছ। একজনকে খুন করা হল। আরেকজন সামনে। ছ জনের মধ্যে কে মারবে তা লটারি করে আগে স্থির করা হয়। ঐ ছ জনের প্রত্যেকে এরপর দশ মিনিট করে একা ঐ ঘরে কাটালেন। পাঁচ জনের ক্ষেত্রে কিছুই ঘটল না। ষষ্ঠ ব্যক্তির বেলায় গাছের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ল ই ই জি ও পলিগ্রাফ যন্ত্রে। গাছ খুনিকে চিনতে পেরেছে। ভয় পাচ্ছে? বেশ কয়েক বার এরকম এক্সপেরিমেন্ট করলেন বিজ্ঞানী লায়াল ওয়াটসন। চিত্র একই।

তবে ওয়াটসন প্রথমে নয়। এর আগে ১৯৬৮ সালে (কোথাও লেখা আছে ১৯৬৬) ক্লিভ ব্যাকস্টের। তিনি লাই ডিটেকশানে একজন বিশেষজ্ঞ। স্কুল খুলে ছিলেন পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য। মিথ্যা কথা ধরার কলাকৌশল শেখান। অন্যমনস্ক হয়ে একদিন পলিগ্রাফের তার টেবিলে রাখা Dracaena Massangeana গাছের গায়ে ছোঁয়ালেন। সিগন্যাল পেয়ে তিনি অবাক। গাছে জল দিতে আরো প্রতিক্রিয়া। বিস্মিত ব্যাকস্টের। তিনি মনে মনে ভাবলেন গাছের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবেন। সেটাও যন্ত্রে ধরা পড়ল। সত্যি সত্যি তিনি দেশলাই ধরালেন। এবারে অন্য সব গাছগুলো থেকেও সিগন্যাল পেলেন। গাছের মন আছে। এমন কি সে লোকের মনও বুঝতে পারে। এরকমই মনে হচ্ছে তাঁর। তিনি দূরে গিয়ে গাছেদের কথা ভাবলেও তারা সাড়া দিচ্ছে। অবাক কাণ্ড!

তিনি নানা পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। দুটো ঘরে দুটো গাছ। দুটো ঘরেই জল ফোটানোর বন্দোবস্ত। ফুটন্ত জলে ফেলা হল চিংড়ি মাছ। একটা ঘরে জ্যান্ত, অন্যটায় মরা চিংড়ি। জ্যান্ত মাছের মৃত্যুতে ব্যাকুল হল গাছ। কিন্তু মৃতদের জন্য কোনও শোক নেই। গাছদের এই প্রতিক্রিয়ার নাম দেওয়া হল — Backster Effects। আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে গাছেদের মনে ছাপ ফেলে। আমরা যেমন খেয়ে খুশি, জল পেলে গাছও খুশি। উৎসাহী পাঠক, ব্যাকস্টের বৃত্তান্ত পড়ে দেখতে পারেন পিটার টমকিনস ও ক্রিস্টোফার বার্ডের সাড়া জাগানো বই — The Secret Life of Plants। আটের দশকে এ নিয়ে আবার নাড়াচাড়া করেন রবার্ট স্টোন The Secret Life of Your Cells গ্রন্থে। গাছেদের প্রাণ আছে তা তো গত শতাব্দীর প্রথমেই প্রমাণ করে গেছেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় ভারতীয় আচার্য। মনে রাখতে হবে ব্যাকস্টের-এর কাজ ছিল মানবমনের অলিতে গলিতে। মিথ্যে কথা ধরে ফেলায় তিনি এখনও সিদ্ধহস্ত। প্রভূত কীর্তি তাঁর। পলিগ্রাফ যন্ত্রটিকেও তিনি উন্নত করেছেন। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Physics Dept. তাঁকে সম্মানিত করেছেন। সারা আমেরিকা জুড়ে তাঁর স্কুলের শাখা-প্রশাখা। গাছেদের এই প্রতিক্রিয়াকে তিনি নাম দিলেন — প্রাথমিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি। Primary Perception। গাছের গায়ে জোরে মারলে বা আগুন লাগিয়ে দিলে তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ। আমরা যেমন শক্ড্ হই। সেরকমই ঘটে তাদের বেলায়।

বহু বছর আগে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন — গাছেদের প্রাণ থাকলেও কোনও বোধ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ লিনিয়াস বললেন — একমাত্র চলাফেরা ছাড়া প্রাণীদের সঙ্গে গাছেদের কোনও তফাৎ নেই। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ভিয়েনার বাসিন্দা রাউল ফ্রান্স তা মানতে রাজি হলেন না। গাছেরাও চলে, তবে খুবই শম্বুক গতিতে। গাছেদেরও ইচ্ছে জাগে, বাসনা জন্মায়। ফুলপাতা ছিঁড়লে রাগ হয়। ভালোবাসা পেলে কৃতজ্ঞ। ব্যাকস্টের এটাও প্রমাণ করেছেন যে, দেখাশুনো যত্ন যারা করে তাদের সঙ্গে গাছেরা একাত্মতা অনুভব করে। তারা দূরে চলে গেলেও সেই প্রেম বজায় থাকে। ১৯৯৫ সালে একজন পুষ্পপ্রেমিক লিখেছিলেন — প্রত্যেক বছর মরশুমের গোড়ায় আমি একটি হিট লিস্ট তৈরি করি। যারা গত বছর ভালো ফল দেখায়নি, তাদের কাছে গিয়ে আমি মনের কথা খুলে বলি। বলি এবারে ভালো না করলে এখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। কেউ কেউ তা শোনে। ফুল ফুটিয়ে ফল দেখায়। বাকিদের আমি শাস্তি দি। জে আই রোদলে নামকরা ম্যাগাজিন প্রিভেনশন-এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি একটা লেখায় জর্জ ডি লা ওয়ারের পরীক্ষার উল্লেখ করেছিলেন। মা গাছ যদি বেঁচে থাকে বা বাচ্চাদের কাছাকাছি থাকে তাহলে বাচ্চা গাছেরাও তাড়াতাড়ি বাড়ে। খুঁজে পেতে আপনি হয়তো প্রাইজ পাওয়া লিলি গাছটার চারা নার্সারি থেকে কিনে নিজের বাগানে লাগিয়ে দেখলেন তা বাড়ছে না। আপনি ভাবলেন মাটি বা সারের কথা। আসলে সে যে মায়ের থেকে আলাদা হয়ে মনকষ্টে ভুগছে। হয়তো ওর মা মারা গেছে। হয়তো কেউ অত্যাচার করেছে তার মায়ের ওপর। কলকাতার রাস্তা থেকে প্রাচীন যে গাছগুলো কেটে ফেলা হল তার সঙ্গে অন্যত্র কতগুলো যে সন্তান সন্ততি শুকিয়ে গেল, তার হদিশ কে রাখে।

আমাদের দেশের এক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী শ্রী টি সি সিং গান ও

গাছের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত হয়েছেন। গান শোনালে গাছেরা খায়দায় ও দ্রুত বাড়ে। প্রতিদিন তিনি পঁচিশ মিনিট বাঁশি বা মিঠে সরোদ শুনিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। কোনও শব্দ না করে শুধু তালে তালে নাচলেও মাটির ভেতর দিয়ে খুশির স্পন্দন পৌঁছে যায় গাছের কাছে। Plant Psychology নামে প্রামাণ্য কাজ তিনি করেছেন কয়েক খণ্ডে। সর্বক্ষণ গার্স উইনের র‍্যাপশডি ইন ব্লু শুনিয়ে আরেক বিজ্ঞানী জর্জ স্মিথ দেখালেন অংকুরোদ্গম শুধু দ্রুত হচ্ছে না, তার থেকে বেরনো উদ্ভিদ অনেক সবল ও সতেজ। এক ক্যানাডিয়ান ইনজিনিয়ার ইউজিন কানবি গমের উৎপাদন শতকরা ৬৬ ভাগ বাড়ালেন শুধু বাখ শুনিয়ে। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে ডরোথি রিটেলাক পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, সম্পূরক গাছেরা জ্যাজ বা মার্গ সংগীত বেশি পছন্দ করে। সলিড রক শোনালে তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কিছু ক্ষেত্রে পরলোক প্রাপ্তিও ঘটে। এরকম গাছ ও সংগীতের সম্পর্ক নিয়ে বহু কাজ। কাঁটাওয়ালা রুক্ষ গাছ জগঝম্প গানে বেশি উৎফুল্ল হতে পারে। যে সব গানের কথায় আকাশ বাতাস জল সূর্য বা চাঁদের উল্লেখ আছে সেগুলিই বেশি মনপসন্দ। Happy days are here again বা ঐ জাতীয় গানের সুর শোনালেই গাছেরা ডগমগ। আনন্দধ্বনি। চড়া শব্দ তাদের অসহ্য। এরোপ্লেনের পেটে গাছেদের পরিবহন বন্ধ করার জন্য আমেরিকায় জনমত সংগঠিত হচ্ছে। গাছকে শুধু ড্রয়িং রুম সাজানোর সামগ্রী বা বাগানের শোভাবৃদ্ধি হিসেবে ব্যবহার করা বোপের মুখে। ভালোবাসলে তবেই গাছ। গাছেদের মন বুঝতে হবে।

জুডিথ হানডেলসমান একজন বিদেশি ভালোপাহাড়িয়া। নিউ ইয়র্কে রেডিয়োতে তিনি সাক্ষাৎ নিচ্ছিলেন পিটার এবং আইলিন ক্যাডির। স্কটল্যান্ডের একদম উত্তরে তারা ফাইন্ডহর্ন গার্ডেন বলে একটা বাগান তৈরি করছেন। সেখানকার জলবায়ু অতি প্রতিকূল। মাটি বালুকাময়, এলোমেলো শনশন হাওয়া। এটা কি ভাবে হল জানতে চাইলে তাঁরা বললেন — গাছেরা সহযোগিতা না করলে মোটেই সম্ভব হত না। গাছ সংক্রান্ত যে কোনও কাজে তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। গাছকে অন্যত্র সরাবেন বা তার কিছু অংশ কাটবেন। তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা আগে নোটিশ দেন। তোমরা অজ্ঞান হয়ে যাও অথবা অবশ করে নাও নিজেদের। আর ব্যথা লাগবে না। জুডিথ নিজের বাগানেও তা পরখ করে সুফল পেয়েছেন। ফাইন্ডহর্ন গার্ডেন এখন বৃক্ষপ্রেমীদের তীর্থক্ষেত্র। এ নামের বইটিও বেস্ট সেলার।

এ যেন কমলদার গাছেদের আদর করা। ওরা শোনে। অর্ডার দিলেই যে গাছ তা পালন করবে তা নয়। ভালোবাসার ফাঁকা বুলিতেও নয়। পর্যাপ্ত সূর্যালোক, জল ও বাতাসও দরকার। আন্তরিকতা।

Apperception প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কলকাতার এক নামী মনোবিদ আক্ষেপ করছিলেন — হাতে সময় থাকলে গাছেদের মন নিয়ে কাজ করা যেত। সেই থেকেই আমার এই ভাবনা। ইন্টারনেটে অনুসন্ধান ও মুসিক প্রসব। গাছেদের মনবৃত্তান্ত।

দীধিতি বিশ্বাস

প্রসাদময়ং ভালোপাহাড়ম্

সুনীলগগনতলে
আমলীতটিনীতীরে
ভালোপাহাড়মিতি সুমনোহরম্
বিতরতি মনসি নিবিড়প্রসাদম্।

হরিতকি কাননম্
আম্রনিকুঞ্জম্
নিশি সদা চন্দ্রিকাপ্লাবিতম্
বিতরতি মনসি নিবিড়প্রসাদম্।

শিশুকলমুখরম্
দিবা ভালোপাহাড়ম্
প্রথমপাঠে য আগতাঃ
উৎসাহপ্রোজ্জ্বলোহনেকশিশুদলঃ
বিতরতি মনসি নিবিড়প্রসাদম্।

প্রসন্না ভারতী,
আচার্য্যা জয়ন্তী
দীপয়তি মনোদীপমালিকান্
বিতরতি মনসি নিবিড়প্রসাদম্।

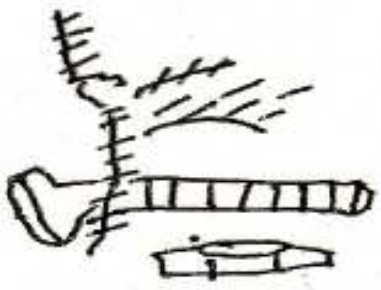

গাছপালা ইতিবৃত্ত

বৃক্ষ

গতবারই আমরা কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ নিয়ে চিন্তিত হয়েছিলুম। তার কিছু অনিমেষ, আমাদের পুরোনো সদস্য, সমাধান করেন। নেপালবাবু, বলা যায়, হুগলি জেলার শ্রেষ্ঠ বৃক্ষবিদ, আমাদের কিছু চারা পাঠান। তার মধ্যে হলদে পলাশ, স্বর্ণচাঁপা, শ্বেতচাঁপা, জলপাই, নাগচম্পা, পাছপাদপ ইত্যাদি। এবার তিনি আসবেন, নিজে দেখে যাবেন, কথা। চারাগুলি এইরকম — সুন্দরী, গরান, হেঁতাল, কফি, চা, পারুল, হিজল, কেসিয়া, আরও পাছপাদপ, কারতেরিয়া, নাগলিঙ্গম, রক্ত-গুলঞ্চ, হলদে-গুলঞ্চ, আগর ইত্যাদি। দেখা যাক শেষ অবধি কী কী আসে। কারণ বহু বৃক্ষ বা গুল্ম হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের ঘরবাড়ি বা বসতি যে হারে বাড়ছে, এতে গাছ থাকে কোথায়?

বহুকাল পূর্বে মাকাল দেখেছি। বেশ বড় গাছ। তারপর আর দেখিনি। খুঁজছি। যেমন গাব, ঢেউয়া। (এর অন্য নাম জানি না। খুব টক। ছোটবেলায় আমরা ছাড়িয়ে খেতুম।) গাছটি পাচ্ছি না। যেমন কয়েৎ বেল, পাওয়া যায়, একটু চেষ্টা করতে হবে, কে আনে? হয়তো নেপালবাবু হুগলি থেকে আনতে পারেন। গোলাপজাম, বিলিতি আমড়া, আমড়া, এসব এখনও পাওয়া যায়। যদি কেউ এনে দেন কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করব।

পৃথিবীতে গাছ অনেক। সব পারবো না। আমাদের লিমিটও অনেক। জায়গা, ওয়েদার, ক্ষমতা। তবু কিছু তো হবেই, যা চাই। তার ওপরে আমাদের পুরুলিয়া। গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে আপেল বা ন্যাসপাতি দু একটা লাগানো যেতে পারে, তবে আমরা বেশি জোর দিচ্ছি জ্যাকেরান্ডার ওপরে। বা কেসিয়া। কারণ ঐ একটা — 'বাঁদরপিছলা', 'ভালুকগুক্তি', দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। আপেল, ন্যাসপাতি, আলুবখরার চাষ অব্যাহত। এক কাঞ্চন যে কত রঙের, ভাবা যায় না। কিংবা গুলঞ্চ। এসব সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর। একটা চা বা কফি, কোকো, পাওয়া সহজ, কিন্তু আগর! এতে একটা সুবিধে, সারাবছর ভালোপাহাড়ে ফুল ফুটবে। সব ফুল সুগন্ধী নয়। আমরা এখন পর্যন্ত যা লাগিয়েছি, কিছু কম নয়, তবে আরও। যেমন একদা, হিমঝুরির জন্য আমাদের কি হেনস্থা। সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে পাওয়া গেল, এবং এখন — একেকটা গাছ পনেরো কুড়ি ফুট উঁচু। শেষ অক্টোবরে ফুল। শাদা গুচ্ছ গুচ্ছ। অসাধারণ গন্ধ। একজন বললেন, ইন্ডিয়ান ওক। সত্যি। গা কর্কের মতো। সুন্দর দেখতে গাছ। হেমন্তে ফুল বলতে আমাদের এখন ছাতিম আর হিমঝুরি (সীতাহার)। শেকড় থেকে চারা বেরিয়েছে, কত! একই অবস্থা চামেলী, জুঁই, কত চারা! বা, কারিপাতা গাছ থেকে এখন অনেক চারা বেরিয়েছে। শিবুকে বলেছি ছোট ছোট পটে লাগিয়ে দিতে। ধাতকায় লাগাতে পারি। পর পর পঞ্চাশটা কারিপাতার গাছ, খারাপ কি? মেডিসিনাল ভ্যালুও। মুচকুন্দ আমাদের একটি ছিল, এখন পাঁচ-ছটি। আই আই টি-র কুমার রায় পাঠিয়েছিলেন। দারুণ ফুল, ফুটতে সময় নেবে, ফুটলে আহা!

কুর্চি খুবই সুন্দর। গোছা গোছা ফুল শেষ চৈত্রে। শাদা। দারুণ গন্ধ। এখানকারই। তুলে লাগাচ্ছি, মরছে। কিছুদিন পরে দেখি, বেশ কিছু গাছ যত্রতত্র। ওষুধ তৈরিতে লাগে। একটা হলে শেকড়ে-শেকড়ে হাজার। অনেক ধরনের লতা নিজে নিজেই 'আসকা-অরণ্যে' হচ্ছে। বিশেষ করে চিহড়। এছাড়া যে সব লতা, মাটি ফুঁড়ে আপনি হল, পান-পাতা গড়ন, নীচে বেশ আলু। একটু তিতকুটে বা চুলকুনি বটে। তবে আমরা খাব না তো, দেখতে বেশ।

স্থানীয় যেসব গাছ এখনও দূরে, পিয়াল, ছোটকেলায় 'পিয়ালপাকা লিবি গো' ডাক। খেতে মিষ্টি। হয়নি। তবু টাটা নার্সারি থেকে দুটো 'কুসুম' লাগিয়েছি, সে এখন মাথা তুলেছে। কিছু কিছু আপনি হওয়া চারা দেখে কুসুম মনে হচ্ছে। দেখা যাক। গ্রীষ্মে টক ফল খেতে আমরা গাছ থেকে কুসুম ছিঁড়তুম। পরে সারান্ডায় দেখেছি আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি ক্ষান্ত দিলে, মেয়েরা কুসুমবীচি কুড়োচ্ছে। বিক্রি করছে। রাস্তার ধারে ঢের। তেল হবে।

নাই নাই করে বেশ কয়েকটি মহুয়া গাছও হয়েছে। আমরা দু চারটে লাগিয়েছি, বাকি হাওয়ায়, পাখিতে। বড় হলে ফুল, ফল। এমনি আমরা একটি মহুয়া গাছ পেয়েছি, বড়, ফল হয়। ফাল্গুন, চৈত্র কি যে চিটচিটে হাওয়া। ভালো।

এবার কাজু হয়েছিল অনেক। ছোট গাছেও। দু তিন দিন পরে ঐ ৮০/৯০টি গাছের একটি ফলও দেখিনি। কী হল? তুঁত, করমচা, নারকলি কুল, পেঁপে, কামরাঙা, লেবু, ভালোই হয়েছিল। ধান, লাল স্বর্ণ ৬৪ মন। তিসি ৬ কিলো। খোসলা (তিল) ২৫ কিলো। এখন তিল তেলে রান্না হচ্ছে। চমৎকার। এছাড়া শিম, বেগুন, টমেটো, লংকা, বরবটি, লাউ হয়েছে। তবে আমরা 'চাল' বিক্রি করেছি, বিশেষ করে আতপ। সেদ্ধ চাল নিজেদের খাওয়ার মতো।

গাছ এখনও লক্ষ করে চলেছি, কর্পূর, হিং খুঁজছি। নাগকেশর, দুর্গালতা, জয়ন্তীলতা, বেত, নানা ধরনের বাঁশ (কিছু আছে),

জবা (কিছু আছে), নতুন আমরা খুঁজি। কারণ কেবল পশুপাখি নয়, গাছও বিপজ্জনক অবস্থায়। ধান বা গম, যা মানুষ খায়, পরে, বেড়ে যাচ্ছে, যা প্রত্যক্ষ কাজের নয়, শেষ হবার মুখে। কেন 'মাকাল' পাচ্ছি না। কেন 'গাব' বা 'কাউ' পাচ্ছি না। আমাদের চেনা অনেক শালবন শেষ হয়ে গেছে। একটা শালবন মানে কেবল শাল তো নয়, সঙ্গে হাজার রকমের লতাপাতা। আমাদের ছোটবেলায় চিহড় পাতার থালায় নিমন্ত্রণ বাড়ির কাজ হত। এখন চিহড় পাতা পাওয়াই যায় না।

বাচ্চারা এসে অনেক গাছ দেখবে, চিনবে। সেখানে যদি 'বাওবাব' বা আফ্রিকার 'পোকাখেকো' বা 'মানুষখেকো' গাছ পাওয়া যায়, মন্দ হয় না। অনেক আশ্চর্য এবং সুন্দর গাছ হারিয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি, 'বকফুল'-এর মতো সহজ সুন্দরী কোথায়? আমরা 'দণ্ডকলস' নামে একটা ফুল আমাদের প্রকৃতিবিজ্ঞানের বইয়ে ছবি দেখেছি, পাচ্ছি না।

একটু চেষ্টা করলেই উইলো, ধুপি, পাইন হয়ে যাবে, কিন্তু ভূর্জ, রুদ্রাক্ষ, চির — পাচ্ছি না। একজন কথা দিয়েছেন, দেখা যাক।

গাছ আমাদের প্রাণ বা হৃদয় অথবা শ্বাসপ্রশ্বাস নয়, গাছ আমাদের ইতিহাস ভূগোল, বেঁচে থাকা, ভালোবাসা, মান অভিমান, সারাক্ষণের ভাবনা। গাছ আমাদের সম্পূর্ণ এক পৃথিবী।

ভালোপাহাড়
১৫ আগস্ট ২০০৪

বলরাম দত্ত'র কবিতা

থাকবেই

আমাদের মান অভিমান
সে তো থাকবেই
থাকে,
জীবনের প্রতি বাঁকে বাধা
সেওতো থাকবেই
থাকে।
সব দিয়েও না পাবার ব্যথা
সে তো থাকবেই
থাকে,
পেয়েও তো হারাবার ভয়
সেওতো থাকবেই
থাকে।
ব্যথা যদি দিয়ে থাকি
ক্ষমা তো তার থাকবেই
থাকে,
আবেগ ভরে কাছে টানা
সেওতো থাকবেই
থাকে।

আলোর ঠিকানা

জীবনতরীর চারিধার
এ যে দেখি শুধুই হাহাকার
কী করে হবো পার, এ অসীম অনন্ত
সীমাহীন পারাবার।
চারিদিকে শুধু নিবিড় আঁধার
দেখা নাহি যায় কেবা পাশে কার,
স্তব্ধ হয়েছে কোলাহল। কাঁদে শুধু
কালো ঘোলাজল। চলেছি কোন
অনন্ত পারে, এ চোখে কূল কোথা নাহি ধরে
আপনজনেরে সব ফেলে আসি দূরে।
একেলা চলেছি নায়, ছিন্ন করি মায়াজাল
আলোর ঠিকানায়।
অকূলেতে কূল যদি দেখা যায় কভু
(প্রভু) আলোর মাঝারে মূরতি তোমার
দেখিবারে যেন পায়।
আলোর ঠিকানায়।

পাখপাখালি

ছোট সেলিম

এখানে যখন গাছ ছিল না, পাখিও ছিল না। আমাদের ভাবনায় ছিল, এখানে পাখি হবে না। গাছ দু-চারটে হলেও পাখি কোত্থেকে আসবে। কিন্তু যেমন বৃষ্টি থেকে মাছ ঝরে পড়ে, নতুবা নতুন পুকুরে যেখানে কখনও কেউ মাছ ছাড়ে না, কোত্থেকে আসে। গাছের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতার আড়াল থেকে পাখি বেরিয়ে এলো। রংবেরঙের পালক, ডাক, ওড়া। যদিও এ তল্লাট বড্ড শুকনো, তবু কোত্থেকে সব হাজির। কত যে রকম, কি যে সুন্দর, সারাদিন শুধু পাখি নিয়ে কেটে যায়। পাখির স্বভাবচরিত্র, ওড়াওড়ি, পালকের টানে, সময়। কখনও গালে হাত, ভাবি, অ্যাত্তো সব পাখি এলো কোত্থেকে!

কিন্তু ভাবতে ভালোই লাগে, অনেক রকম পাখি, এসে পড়েছে! অনেক রং!

চড়ুই, শালিখ দু-তিন রকমের দেখতে পাই। শালিখরা সারাদিন ক্যাচর-ম্যাচর করে। ইন্ডিয়ান রবিন (কালী শ্যামা আর শ্যামা কি একই পাখি?) সর্বদা ফুড়ুৎ। কোকিল, কাক, ফিঙে, টিয়া, কুবো, ঘুঘু, পায়রা। কিন্তু নীলকণ্ঠ অনেক। এমনিতে দেখতে ধূসর। ড্যাবড্যাবে শরীরে চুপচাপ, যেই উড়বে, নীল পালক, কি সুন্দর! ছুঁচলো মুখ, পুরুষ, নীল, গাঢ়, অনেকটা কালোর কাছাকাছি, সুইংং, কি সুন্দর ওড়া, দুর্গা টুনটুনি। মেয়েটি ধূসর, ছোট। মৌটুসি, প্রজাপতির মতোই ছোট, খুবই পুটকে। কামিনী শিউলি গাছে ছোট্ট বাসা, দুর্গা টুনটুনি, কি দারুণ! শিবু ওখানে ঘাস তোলে, গাছের ডাল ছাঁচে। বলল, দেখবেন, ছোট ছোট ডিম। কাছে গিয়ে দেখি, খুদে ছানা। ঠোঁট ফাঁক, খুব তীব্র চি-হি-হি। কখনও দেবদারুর ঝুপসি, ডালপালা থেকে ফুড়ুৎ। পাখি আমাদের বন্ধু মনে করে। তাই নিশ্চিন্তে হাতের কাছে। গাছও অ্যাতো যে, খেলাধূলা, ওড়া, নিরাপত্তা। আর, খাদ্য-খাবার পোকা-মাকড় এসবের অভাব নেই। ফুল ফল রকমের। দুটো ডুঁত গাছ। ঝামরে ফল। সেই ফল খাবার জন্য কি ভিড়। কেউ গিলে খায়, কৎ কৎ শব্দে, কেউ চিবিয়ে, কেউ রসটা খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দেয়। ফল মুখে মেনথুরিতে বসল। রস চুষে, নীচের বেঞ্চে ছিবড়ে। কোকিল, পাপিয়া (ধূসর বড় ছিটে) শালিখ, বুলবুলি (ঝুঁটি নেড়ে লাল পশ্চাদ্দেশ, ঝগড়ামুখো পাখি, কি মিষ্টি শিস!)। এখানেই দেখি বসে বেনেবৌ (গোল্ডেন ওরিয়ল / ব্ল্যাক ওরিয়ল), ডাক কি মিষ্টি, যেন সোনার ছোট ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

যত বন জংগল কাটা চলছে, গাছ ওপড়ানো, তত ভালোপাহাড়ের জংগলে ঠাঁই। এখানে চার-পাঁচ রকমের বক। কয়েকশো বক প্রত্যেক বছর অক্টোবরে এসে মার্চ অবধি বাচ্চা বড় করে, তবে গাছ ছাড়ে। ছোট কোর্চে বক, গোবক (গরুর পেছনে, পোকা খাবার জন্য), শামুকখোল (স্থানীয় নাম গ্যাড়াভাঙা), মানিকজোড়, কালো সারস।

ফিঙে বগেরী তিতির দোয়েল বাবুই চন্দনা কোত্থেকে সব জুটেছে। কিন্তু বসন্তবৌরি, কি অসাধারণ সবুজ! দুধরাজ দেখে চমকে উঠেছি। কি স্বর্গীয় রূপ। ভেলভেট-নীল গলা, হালকা হলদে শরীর, লম্বা রঙিন লেজ। বারকয় দেখা গিয়েছে। মুনিয়া এখানে নানা রঙের। কিন্তু কালীশ্যামা (ইন্ডিয়ান রবিন) বেশ সোঁ সাঁ উড়তে পারে। হলদে সবুজ হরিয়াল, কখনও বিজলি তারে জংগলের মধ্যে আনখা বসে থাকে।

পাখি হয়েছে। অনেক পাখি খবর পেয়েছে নিরাপত্তার। প্রকৃতির মধ্যে একটা ওঁ থাকে, যা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তার খোঁজ পায় 'পাখি', পরে 'গাছ'। হারিয়ে যেতে যেতেও ভালোপাহাড়। পৃথিবীতে এ নতুন কিছু নয়। মানুষ থাকলে ভালোপাহাড়ও থাকবে।

দিনকয় আগে লসো মুর্মু সাইকেলে একখান খাঁচা, চলেছে। থামাই। কী ওটা? ও নেমে খাঁচা দেখায়। বাঁশের তৈরি ফাঁদ। ভেতরে একখানা পাখি, ছোট। পাটাকিলে ছিট। চোখ দুটি বেদনার, অসহায়। লসো বলল, ও ডাকবে, ওর ডাক শুনে যেই অন্য পাখি আসবে, এই দেখুন, কেমন ভেতরে ঢুকবে, আর বেরুতে পারবে না। এটা গুরুর পাখি। ডাকে গু-উ-রু-উ-র্-র্-র্। পাখিটা হঠাৎ গলা চেপে একটা ডাক দিল। এটা মেয়ে পাখি। এর ডাকে ছেলেরা জুটবে। দিনে চার-পাঁচটি জুটে যায়। কেরম মায়া হল, বললুম, আমাকে খাঁচা শুদ্ধ দিয়ে দাও। লসো বলল, ও আপনাকে আরও ভালো বানিয়ে দেব। চলে গেল।

একদিন ঝিমতালে গেছি, দেখি দু-তিনটে শিশু তালের ধারে খেলছে। একজনের হাতে তিন-চারটে কালীশ্যামার বাচ্চা। কী করবে কে জানে! বললাম, দিবি? একজন বড় মানুষ বলল, ও আপনি পুষতে পারবেন না।

তবে ভালোপাহাড়ের ঘাস তুলে খাঁদু ডিম দেখিয়েছে। আসলে কিছু ছেলেপুলে ঘুরঘুর করছিল। জিজ্ঞাসা করতে খাঁদু বলল, পাখি খুঁজছে। পরে রাগ করা গেল, খুব বকাঝকা। এখানে কখনও যেন কাউকে না দেখি পাখি নিচ্ছে বা গুলতি, ফাঁদ বা তীর হাতে। এটা সেফ জোন থাক। ছোট ছোট বগেরি, ঘাসের নিচে

খড়কুটোয় বাসা করেছে। খাঁদু তুলে দেখাল, ডিম; দু-তিনটে।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় — পাখিরা বুঝে গেছে, থাকা যায়। নিরাপত্তা। পাখিদের কাছে আপাম সব খবর। কে দুষ্টু, কার পাখির মাংসে লোভ। পাকা পেয়ারা শুধু নয়, ডাঁসাও নষ্ট করেছে টিয়া। তাই বলে মারব! এখানে চুপচাপ একটা ঝোপ দেখে বসা, তারপর পাখির কেরামতি দেখা। তবে বারান্দায় বসলেও চলবে। বসতে হবে। ধৈর্য ধরে বসা। কাক দেখেছি, একটু অন্যমনস্ক হলে ছোঁ। কিন্তু এখনও চিল, শকুন দেখিনি। শহরের আকাশে চিল, শকুনও দেখেছি। তবে কি ওরা শহরে? বাজ এখনও চোখে পড়েনি। সব নিরীহ, ছটফটে, রংদার ডানা। সব ভালোবাসা।

অবাক চিঠি

Arindam Chakravarty
2 A, North Road
Jadavpur, Kolkata 700 032
26. 12. 2003

যে কচ দেবযানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি সেই
কমল চক্রবর্তী সমীপেষু,

আজ সন্ধ্যায় সাদার্ন এভিনিউ ধরে একা একা হাঁটছিলাম। আলো আঁধারি ফুটপাথ। বাতাসে ঠাণ্ডার কামড়। হঠাৎ আপনি আমার সঙ্গী হয়ে গেলেন। সাদার্ন এভিনিউ হয়ে গেল ভালোপাহাড়ের রাস্তা। দু'পাশের গাছগুলো আপনার প্রিয় জঙ্গল। আপনাকে অনেক কথা বললাম। আপনি কোন কথা বললেন না। শুধু স্মিত মুখে আমাকে সঙ্গ দিলেন। তাতেই মন ভরে গেল। তখন বুঝলাম আপনাকে দিয়ে আমি কত অযথা কথাই না বলিয়েছি। বুঝলাম, শব্দের চেয়ে নিঃশব্দময়তা অনেক মূল্যবান। তখনই ঠিক করলাম আপনাকে কিছু একটা দান করব।

আমার মনোজগৎটা বহু পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ স্বপ্ন ও কর্মের এক junkyard. অজাত, অর্ধোজাত, সদ্যোজাত — কিন্তু কেউই পরিপূর্ণ নয়। সেই সব স্বপ্নের একটা ছিল লেখক হবার। তখন ঠিক করেছিলাম এক বিশেষ ধরনের লেখার সময় ছদ্মনাম নেব 'অটবী'। কাজে লাগেনি, কিন্তু খুব প্রিয় সঙ্গী হিসেবে সে আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটেছে, আনন্দ করেছে, কেঁদেছে, ভয় পেয়েছে, বেদনার অংশীদার হয়েছে। আপনাকে সেই 'অটবী' নাম দান করলাম। আপনি দান গ্রহণ না করলেও, আমি শুধু দিয়েই ধন্য।

অকর্মণ্য মানুষটা আপনাকে দু-আঁজলা প্রণাম দিল। আপনার উত্তর দেবার কোন দায় নেই।

অরিন্দম

শ্রদ্ধেয়,

অনেক দেরি হল। আসলে, আপনার চিঠি পাবার পর কিছু নিকটজনের কাছে এক আশ্চর্য কমলের গল্প বলছিলাম, যাঁর বহিরঙ্গ গোধূলি ছুঁয়েছে অথচ অন্তরে নিত্য সূর্যোদয়। কীভাবে তিনি নিরন্তর প্রস্ফুটিত হচ্ছেন, কীভাবেই বা বিকশিত হচ্ছে তাঁর স্বপ্নের সহস্রদল এক গহন বনস্থলীতে, আমি তা দেখিনি। অনুমানেও ধরতে পারি না — যে অরণ্য বেষ্টন করে আছে প্রকৃতির নির্মম রুক্ষতা, বন্যপ্রাণীর সঙ্গে বিচরণ, বিদ্রোহী মানুষের উগ্র আক্রোশ, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার প্রাণঘাতী দাপট, সেখানে কেমন করে এক লক্ষ বৃক্ষসৃজন থেকে গভীর গ্রামের স্কুল ও ৬৬টি শিশুর আনন্দিত ঐকতান সম্ভব! তবু বলার সময়, দুবার তাঁকে খানিক দেখার স্মৃতি, দীর্ঘ পত্রসম্পর্ক এবং কৌরবের প্রতিটি শব্দ খুঁড়ে তুলে এনেছি ধারণা। সেই ধারণায় কথামালা গেঁথেছি, তাঁর স্বপ্ন শ্রম এবং অসাধ্যসাধনের তাঁর বিস্ময়কর প্রাণময়তার। এই অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, আধেক বলায় কতটুকুই বা বোঝানো যায় তাঁর বিপুল বিস্তার! তবু শ্রোতারা আলোড়িত হলেন, সক্রিয় হলেন একথা জেনে যে ৬৬টি মানবজমিন আবাসের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, পোষাক, বইপত্র, খেলনা, ওষুধপত্র ...। স্বেচ্ছায় তাঁরা তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ তুলে দিলেন আমার হাতে যার যেমন সাধ্য। এ চিঠিতে তাঁদের নাম এবং নিজেদের উল্লেখ করাতে আমি দায়বদ্ধ। যাঁরা শুনলেন এবং নড়ে বসলেন —

দাদা, শ্রী জহর সেন ১০০০ টাকা। মধুবন শমিত (আশা করি পরিচয় দিতে হবে না) ২০০০ টাকা। বৌদি, শ্রীমতি সুস্মিতা ঘোষ ও তাঁর পুত্রবধূ পদ্মশ্রী ২০০০ টাকা। দিদি, শ্রীমতি দীপালি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধু ১১০০ টাকা। শ্রীমতি অঞ্জলি চক্রবর্তী, বন্ধু ৪০০ টাকা। বন্ধু শ্রীমতি মিতা ঘোষ ২০০ টাকা। বোন শ্রীমতি গোপা সেন ২০০ টাকা। মিত্র পরিবার ৩১০০ টাকা।

সাধ তো নদী এনে দেবার — সাধ্য একবিন্দু জল। তাই সই। তবে সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এমন ফারাক যে লজ্জা সৃজন করে, তাকে ত্যাগ করার উপায় নেই। সে আমার অন্তর ছুঁয়ে রইল। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

রত্না
(রত্না মিত্র)